Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০১৮-২০১৯

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

প্রতিযোগিতায় প্রবৃদ্ধি

# বার্ষিক প্রতিবেদন
# ২০১৮-২০১৯

Competition for growth

Bangladesh
Competition
Commission

**বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**
৩৭/৩/এ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ccb.gov.bd

## বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| **মোঃ খালেদ আবু নাছের** | পরিচালক | সভাপতি |
| **মোঃ মনোয়ার হোসেন** | পরিচালক | সদস্য |
| **আমীর আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম** | পরিচালক | সদস্য |
| **মোঃ আলমগীর হোসেন** | পরিচালক | সদস্য |
| **মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা** | উপসচিব | সদস্য |
| **আনোয়ার-উল-হালিম** | উপপরিচালক | সদস্য সচিব |

## প্রধান পৃষ্ঠপোষক

**মোঃ মফিজুল ইসলাম**
**চেয়ারপার্সন**
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

**প্রকাশক**
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

**যোগাযোগ**
**মোঃ দেলোয়ার হোসেন**
সচিব
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটনগার্ডেন, রমনা, ঢাকা
ফোন: ০২-৫৮৩১৫৪৮৫

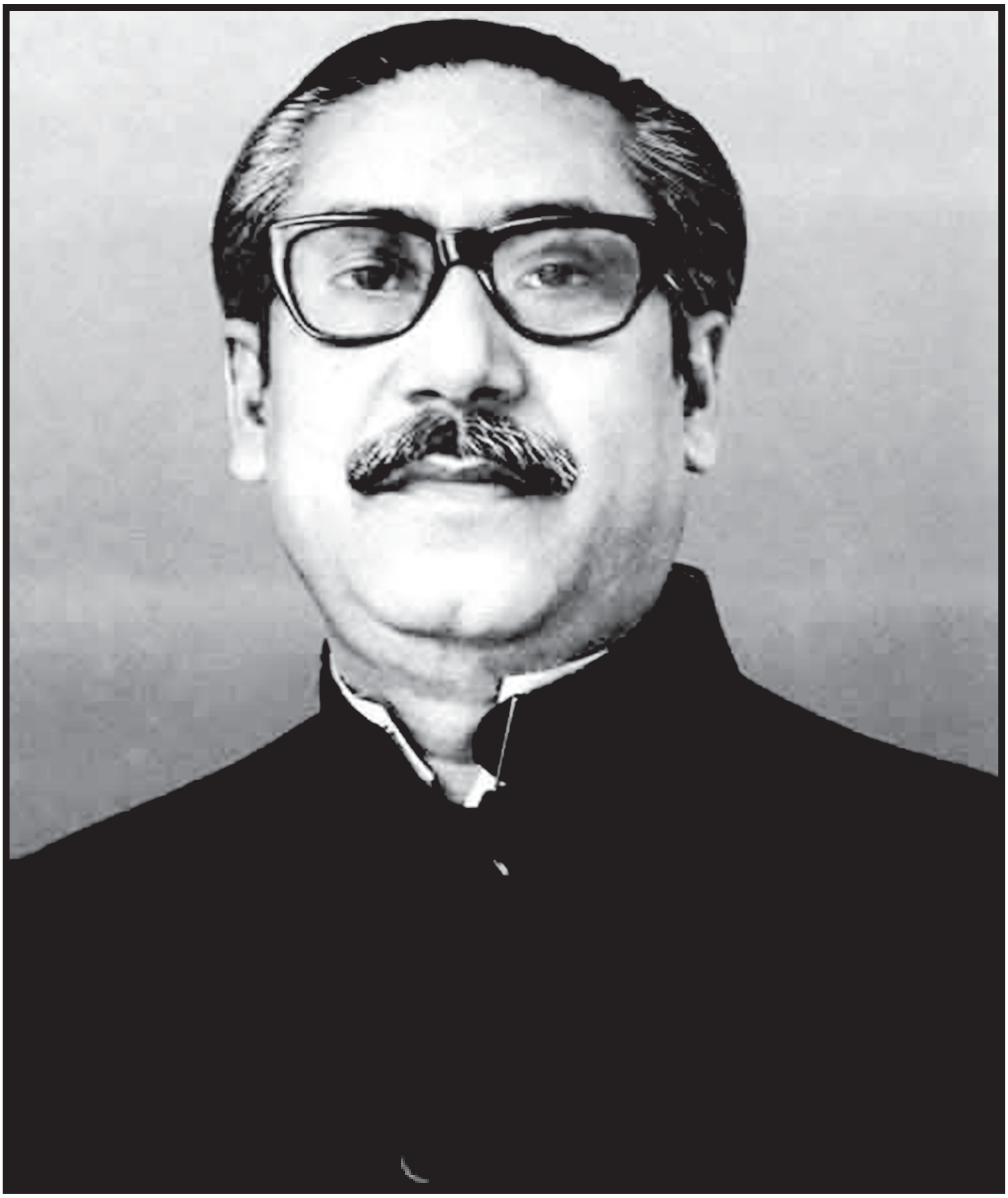

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
এর স্মৃতির প্রতি
গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

**টিপু মুনশি,** এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের সারিতে নিয়ে যাওয়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করছে। এ উত্তরণে পূর্বশর্ত হচ্ছে সুষম ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান চালিকা শক্তি। সরকার তাই বিভিন্ন খাতের মতো এক্ষেত্রেও সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন অন্যতম। মূলত দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশ উৎসাহিত করা, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার ২০১২ সালে প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে। আমি আশা করি, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অতি শীঘ্র কমিশন গঠনের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

প্রতিযোগিতা আইন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা মূলক পরিবেশ বিনষ্টকারী কর্মকান্ড যেমন ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবে পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ ব্যবস্থায় সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে প্রতিযোগিতা কমিশন। কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যাতে প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে, সে জন্য সরকার বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থায় পণ্য ও সেবার উৎপাদনে একটি দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিত হয়। প্রতিযোগিতার ফলে ফার্মগুলো প্রতিনিয়ত উদ্ভাবন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিতরণে অধিক দক্ষতা আনয়নে সচেষ্ট থাকে। প্রতিযোগিতা মূলক বাজার ব্যবস্থা বাজারে পণ্য ও সেবার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করে। এ বাজারে বড় উদ্যোক্তার পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণও সহজে প্রবেশ করতে এবং বের হয়ে আসতে পারে।

আশা করা যায়, প্রতিযোগিতা কমিশন পুরোদমে কাজ শুরু করলে বাজার থেকে সব ধরণের প্রতিযোগিতা-বিরোধী কর্মকান্ড নির্মূল হবে, ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটবে, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত হবে, ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং তাঁরা সুলভ মূল্যে উন্নত মানের পণ্য ও সেবা পাবেন। একই সংঙ্গে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, পণ্য ও সেবায় নতুন নতুন উদ্ভাবন ঘটবে, উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়বে, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে, দেশে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে-সর্বোপরি দেশ থেকে দারিদ্র দূর হবে, যা এসডিজি ও ভিশন ২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আমি প্রত্যাশা করছি, প্রতিযোগিতা-বিরোধী কর্মকান্ড নির্মূলের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কমিশন আরো সচেষ্ট হবে। কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বজন প্রীতি ও দূর্নীতির উর্দ্ধে থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(টিপু মুনশি, এমপি)

**সচিব**
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

# বাণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

মুক্তবাজার অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল বাজার হবে মুক্ত, স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণহীন যেখানে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাবে পণ্য ও সেবার মূল্য, গুণাগুণ ও বৈচিত্র্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রচলিত মুক্তবাজার অর্থব্যবস্থার ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। ভোক্তার স্বার্থ সমুন্নত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে সকলে সচেষ্ট। জাতিসংঘের সংস্থা 'আঙ্কটাড' সদস্য দেশসমূহে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে ভূমিকা রাখছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১২ সালে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নে প্রতিযোগিতা কমিশনের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এটি বাংলাদেশে একটি নতুন ধারণা। প্রতিষ্ঠানটিকে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। উদার বাণিজ্য ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজেদের স্বার্থ হাসিলের এই চেষ্টা মূলত বাজারের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত, করে, বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হয়, ভোক্তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়-যার বিরূপ প্রভাব পড়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে। প্রতিযোগিতা আইনে এ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা কমিশন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারের উন্নয়ন ঘটাতে ভূমিকা রাখবে। যার ফলে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে।

আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। এ ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতায় কমিশনের কার্যাবলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

**(ড. মোঃ জাফর উদ্দীন)**
সচিব

চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

# চেয়ারপার্সনের বক্তব্য

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কমিশন সে লক্ষ্যে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। আইন বাস্তবায়ন ও প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে পণ্য ও সেবার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। অপরদিকে ভোক্তা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে। যে সব ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে ব্যবসা পরিচালনা করবে না, কমিশন তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমি মনে করি সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কমিশন অচিরেই দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আইনের শর্তানুযায়ী কমিশন নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। বিগত অর্থবছরের কার্যক্রম তুলে ধরতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে কমিশনের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে কমিশনের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস, সম্পাদিত কাজ ও সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

# হস্তান্তরপত্র

৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

**জনাব মোঃ আবদুল হামিদ**
**মহামান্য রাষ্ট্রপতি**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।**

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এর ৩৯ ধারায় অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। উল্লিখিত আইনের বিধান অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে সদয় উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজ, সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্য এবং কমিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে কোন তথ্য বিভ্রান্তিমূলক কিংবা ভুল সন্নিবেশিত হলে এবং পরবর্তীকালে সেটি উদঘাটিত হলে মহোদয়কে তা অবহিত করা হবে।

আমি মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখবে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে

**মোঃ মফিজুল ইসলাম**
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

# মুখবন্ধ

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৯ ধারা অনুসারে কমিশন তৎকর্তৃক প্রতি অর্থবছরের কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে। সে অনুযায়ী পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশে দ্রুত বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করা, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করেছে। আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একটি আধা-বিচারিক (Quasi-judicial) ও সংবিধিবদ্ধ (Statutory) সংস্থা। একজন চেয়ারপার্সন ও অনধিক চারজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৩০টির বেশী দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে বিদ্যমান অবিধেয় বাজার ব্যবস্থার সাথে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও ই-কমার্স সংযোজিত হওয়ায় বাজারের গতি-প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার ও ক্ষতিকর অনুশীলন নিয়ন্ত্রণ অথবা নির্মূল এবং বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ জোটবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করাই হচ্ছে কমিশনের কাজ। এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা থাকলে পণ্য ও সেবার উৎপাদন খরচ কমে, উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টির ফলে পণ্য ও সেবায় বৈচিত্র্য আসে। বাজারে পণ্য ও সেবার দাম অনেকাংশে হ্রাস পাওয়ার ফলে অন্যান্যদের সাথে দরিদ্র মানুষের প্রকৃত আয় বেড়ে যাবে। এভাবে দেশের কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে। তদুপরি, ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক বিনিয়োগের সঠিক ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ সহজতর হয়। বিভিন্ন দেশের সমীক্ষা হতে জানা যায়, শুধু মাত্র সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২% থেকে ৩% বৃদ্ধি পায়। এসবের ফলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার।

প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কমিশন বিদ্যমান জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এডভোকেসি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। **'টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা'** শীর্ষক সেমিনার আয়োজন ছাড়াও এ অর্থবছরে চালের বাজারের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কমিশন দুটি অভিযোগ নিস্পত্তি করেছে এবং আরও দুটি অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। এতদ্ভিন্ন, কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে প্রতিযোগিতা বিরোধী অবস্থা বিরাজমান আছে এ বিবেচনায় আরেকটি তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে কমিশনের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে।

দেশে একটি গতিশীল অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিতকরণ, একটি সুশৃংখল ও নির্ভরযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (Competition Regime) সৃষ্টির মাধ্যমে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে আইনটির বাস্তবায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**মোঃ আব্দুর রউফ**
**সদস্য**

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|

## ১ম অধ্যায়
### প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২

| | | |
|---|---|---|
| ১.১। | প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট | ০৩ |
| ১.২। | প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি | ০৩ |
| ১.৩। | প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য | ০৪ |
| ১.৪। | প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ | ০৪ |
| ১.৫। | প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপীল | ০৫ |
| ১.৬। | প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ | ০৬ |

## ২য় অধ্যায়
### বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

| | | |
|---|---|---|
| ২.১। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা | ০৭ |
| ২.২। | কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য | ০৭ |
| ২.৩। | কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য | ০৭ |
| ২.৪। | কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ | ০৮ |

## ৩য় অধ্যায়
### প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম

| | | |
|---|---|---|
| ৩.১। | কমিশনের সভা | ১০ |
| ৩.২। | কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো | ১০ |
| ৩.৩। | কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী | ১১ |
| ৩.৪। | কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী | ১২ |
| ৩.৫। | প্রশাসনিক কার্যক্রম | ১৩ |
| ৩.৬। | অডিট | ১৪ |

## ৪র্থ অধ্যায়
### আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

| | | |
|---|---|---|
| ৪.১। | প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা | ১৫ |
| ৪.২। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং | ১৫ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|

## ৫ম অধ্যায়
## কমিশন সম্পাদিত কার্যক্রম


| | | |
|---|---|---|
| ৫.১। | দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণী | ১৬ |
| ৫.২। | বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন | ১৭ |
| ৫.৩। | কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতামত বিনিময় | ১৭ |
| ৫.৪। | এডভোকেসি কার্যক্রম | ১৮ |
| ৫.৫। | বাজার গবেষণা | ১৯ |
| ৫.৬। | কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন | ২৩ |


## ৬ষ্ঠ অধ্যায়
## অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা, প্রভাব ও করণীয়


| | | |
|---|---|---|
| ৬.১। | প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব | ২৫ |
| ৬.২। | সেমিনার পেপার | ২৬ |
| ৬.৩। | কমিশনের কার্য পরিচালনায় চ্যালেঞ্জসমূহ | ২৮ |
| ৬.৪। | কমিশনের কার্যকর অগ্রযাত্রায় করণীয় | ২৮ |


## ৭ম অধ্যায়
## বিবিধ


| | | |
|---|---|---|
| ৭.১। | তথ্য অধিকার আইন | ৩০ |
| ৭.২। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি | ৩০ |
| ৭.৩। | অ্যালবাম | ৩২ |

## ১ম অধ্যায়

# প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২

### ১.১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

বাজার অর্থনীতিতে চাহিদা ও সরবরাহের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয়ে বাজারে ভারসাম্য বজায় থাকবে এমন প্রত্যাশা করা হয়। বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হল বাজার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হলে বাজারে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে বাজারে যাতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি না হয় বরং স্থিতিশীলতা বিরাজ করে সে লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে বাজারে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়। সাধারণত যে সকল কারণে বাজারে অস্থিতিশীলতা ঘটে তার মধ্যে অন্যতম একটি পন্থা হলো একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসা। একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধে স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে "Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance, 1970 (Ord. V of 1970)" প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ অধ্যাদেশটি বলবৎ থাকলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব তেমন দৃশ্যমান ছিল না।

বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিদ্যমান থাকায় এ সকল সমস্যা নিরসনে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনে। পাশাপাশি দেশে সিভিল সোসাইটি ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের পক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়।

এ পটভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুমোদন করে। পরবর্তীতে আইনটি ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়। উল্লেখ্য, দেশে বিনিয়োগ এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সহ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন একটি মাইলফলক।

### ১.২। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাংবিধানিক ভিত্তি

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর মূলভিত্তি মূলতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদসমূহে অনুপ্রাণিত হয়ে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানে সরাসরি প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত কোন অনুচ্ছেদ না থাকলেও কয়েকটি অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০ এ বলা হয়েছে- 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে'।

তদুপরি, অনুচ্ছেদ ১৯ (২) এ বলা হয়েছে- 'মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে'।

আবার অনুচ্ছেদ ৪২ (১) এ বলা হয়েছে- 'আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে'।

সংবিধানের এ সকল নির্দেশনাই প্রতিযোগিতা আইনের সাংবিধানিক ভিত্তি।

## ১.৩। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতা আইনের প্রস্তাবনায় এর লক্ষ্য বিধৃত রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করিবার, নিশ্চিত ও বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা।

## ১.৪। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

২০১২ সালে প্রণীত প্রতিযোগিতা আইন একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আইন। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যে ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে এ আইনটি একটি নবদিগন্তের সূচনা করেছে। কোম্পানী আইন, চুক্তি আইন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রভৃতি বাংলাদেশে বিদ্যমান থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা, কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার, অনৈতিক উদ্দেশ্যে বাজারে মনোপলি ও ওলিগোপলি অবস্থার সৃষ্টি রোধ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা বা আইনের অনুপস্থিতি ছিল। এ সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২-এ মোট ৪৬টি ধারা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

| | | |
|---|---|---|
| ধারা-১ | : | আইনের শিরোনাম ও প্রবর্তন; |
| ধারা-২ | : | সংজ্ঞা; |
| ধারা-৫-৭ | : | কমিশনের প্রতিষ্ঠা ও গঠনঃ প্রতিযোগিতা আইনটিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যগণকে আইন, অর্থনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। |
| ধারা-৮ | : | কমিশনের কার্যাবলীঃ এ ধারায় কমিশনের কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়ন করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশনকে ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। |
| ধারা-১১ | : | কমিশনের সভাঃ প্রতি ৪ মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে। |
| ধারা-১৫ | : | এ ধারায় প্রতিযোগিতা বিরোধী বিভিন্ন চুক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। |
| ধারা-১৬ | : | কর্তৃত্বময় অবস্থানের (Dominant Position) অপব্যবহার এর সংজ্ঞা প্রদানসহ উহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। |
| ধারা-১৭-১৯ | : | অভিযোগ, তদন্ত, আদেশ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। ধারা-১৯ এ কমিশনকে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। |
| ধারা-২০ | : | প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তি সম্পাদন বা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ ও জরিমানার পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। |
| ধারা-২১ | : | প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী জোটবদ্ধতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। |
| ধারা-২৪ | : | কমিশনের আদেশ লঙ্ঘনকারীকে এক বছর কারাদণ্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। |
| ধারা-২৯-৩০ | : | কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনে আদেশ পুনর্বিবেচনা অথবা সরকারের নিকট আপীল করার বিধান এ ধারায় বিধৃত হয়েছে। |
| ধারা-৩১ | : | কমিশনের তহবিল গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। |

| | | |
|---|---|---|
| ধারা-৩৩ | : | কমিশনের বার্ষিক বাজেট বিবরণী। |
| ধারা-৩৭ | : | সরকার কর্তৃক কমিশনকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা। |
| ধারা-৩৯ | : | প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী অর্থবছরের কার্যাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করবে। |
| ধারা-৪০ | : | কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও কর্মকর্তা/কর্মচারী জনসেবক বলে গণ্য হবেন। |
| ধারা-৪৩ | : | সরকার এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। |
| ধারা-৪৪ | : | আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। |
| ধারা-৪৬ | : | এ আইন দ্বারা Monopolies and Restrictive Trade Practices (Control and Prevention) Ordinance,1970 (Ord.V of 1970) রহিতকরণপূর্বক এই আইন প্রবর্তনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রমের হেফাজত করা হয়েছে। |

## ১.৫। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এ দণ্ড, রিভিউ ও আপীল

প্রতিযোগিতা আইনটি মূলত দেওয়ানী প্রকৃতির। তবে এতে কিছু ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১) বাজারে প্রতিযোগিতা পরিপন্থী অনুশীলনগুলো যথাঃ যোগসাজশ (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত যেকোন এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে:

(ক) কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরের গড় টার্ণওভারের ১০% এর বেশী নয়, কমিশনের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোন পরিমাণ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(খ) কোন কার্টেল সংঘটিত হলে উক্ত কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্তরূপ চুক্তির ফলে অর্জিত মুনাফার ৩ (তিন) গুণ অথবা বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরের গড় টার্ণওভারের ১০%, যা বেশী হয়, এরূপ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাবে;

(গ) (ক) এবং (খ)-তে উল্লিখিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা প্রদানে কোন ব্যক্তি ব্যর্থ হলে প্রতি দিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা যাবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশনা, আরোপিত কোন শর্ত বা বিধিনিষেধ বা প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে তাহলে তা এই আইনের অধীন একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বছর কারাদণ্ড বা প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন;

(৩) চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করলে তা এই আইনের অধীন একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন;

(৪) কোন ব্যক্তি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ফি প্রদান পূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করতে পারবে এবং একই শর্তে সরকারের নিকট আপীল করতে পারবে;

(৫) আপীলের ক্ষেত্রে জরিমানাকৃত অর্থের ২৫% অর্থ জমাদানপূর্বক সরকারের নিকট আপীল করা যাবে এবং জরিমানাকৃত অর্থের ১০% অর্থ কমিশনের নিকট জমাদানপূর্বক পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাবে;

(৬) রিভিউ বা আপীলের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণে সময় বৃদ্ধির আবেদন ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে;

(৭) পুনর্বিবেচনা বা আপীলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির অনুকূলে কোন আদেশ প্রদান করা হয়েছে উক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ না দিয়ে কোন আদেশ সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না;

(৮) পুনর্বিবেচনা বা আপীল আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(৯) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং আপীলের ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

## ১.৬। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। এ আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের কোন বিধানের ব্যত্যয় না হয়ে তার অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে; তবে শর্ত থাকে যে, এ আইনের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং পূরণের ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানাবলী আপাততঃ বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধানাবলীর উপর প্রাধান্য পাবে;

২। এ আইনের অধীন কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত (Civil Court) বলে গণ্য হবে;

৩। নিম্নবর্ণিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act. V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে কমিশন বা ক্ষেত্রমত চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্যও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে যথাঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

(খ) কোন দলিল উদঘাটন ও উপস্থাপন করা;

(গ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(ঘ) কোন অফিস হতে প্রয়োজনীয় কাগজাদি বা তার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষা করবার জন্য নোটিশ জারী করা;

৪। চেয়ারপার্সন বা কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করলে বা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে দণ্ডনীয় অপরাধ বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

৫। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জনসেবক (Public Servant) বলে গণ্য হবেন;

৬। এ আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃতকাজের ফলে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা হবার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য কমিশনের কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না;

৭। তদন্তাধীন বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারবে;

৮। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন পণ্য এবং সেবা এ আইনের আওতা বহির্ভূত থাকবে;

৯। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কমিশনের পাওনা সরকারি দাবি হিসেবে Public Demands Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হবে;

১০। এ আইনের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

# ২য় অধ্যায়
# বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

## ২.১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৫ ধারায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। উক্ত ধারা মোতাবেক কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং ইহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে। কমিশন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত ৫ ধারাটি নিম্নরূপ:

ধারা-৫। (১) এ আইন প্রবর্তনের পর যত শীঘ্র সম্ভব সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে এবং এ আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকারে রাখবার এবং হস্তান্তর করবার ক্ষমতা থাকবে এবং ইহার পক্ষে ইহা মামলা দায়ের করতে পারবে বা এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে, যা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হবে; তা চেয়ারপার্সনের হেফাজতে থাকবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

ধারা-৬। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং কমিশন প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যেকোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

সরকার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করে।

## ২.২। কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের রূপকল্প ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

**রূপকল্প:**

প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।

**উদ্দেশ্য:**

ক. ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

খ. উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক, গবেষণাধর্মী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

## ২.৩। কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৮ ধারায় কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

১। বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলন সমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা।

২। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা।

৩। প্রতিযোগিতা আইনে উল্লিখিত অপরাধের তদন্ত পরিচালনা এবং উহার ভিত্তিতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা।

৪। জোটবদ্ধতা এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা।

৫। প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিধিমালা, নীতিমালা, দিকনির্দেশনামূলক পরিপত্র বা প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

৬। প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

৭। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৮। প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা, গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।

৯। সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

১০। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনের অধীন গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১১। এ ধারার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য বা এর কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশী কোন সংস্থার সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও সম্পাদন করা।

১২। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফিস, চার্জ বা অন্য কোন খরচ ধার্য করা।

১৩। এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য করা।

## ২.৪। কমিশনের চেয়ারপার্সন, সদস্য ও সচিব নিয়োগ

প্রতিযোগিতা আইনের ৭ ধারায় কমিশন গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বলা হয়েছে। কমিশন একজন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। উক্ত আইনের ১২ ধারা মোতাবেক কমিশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কমিশনের একজন সচিব নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। আইনের ধারা-৭ অনুযায়ী কমিশন গঠন নিম্নরূপ:

ধারা-৭। (১) কমিশন এক (১) জন চেয়ারপার্সন এবং অনধিক চার (৪) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(২) চেয়ারপার্সন ও সদস্যগণ, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাদের চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৩) অর্থনীতি, বাজার সম্পর্কিত বিষয় বা জনপ্রশাসন বা অনুরূপ যেকোন বিষয় বা আইন পেশায় কিংবা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কর্মকাণ্ডে অথবা সরকারের বিবেচনায় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়ে ১৫ (পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারপার্সন বা সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন: তবে শর্ত থাকে যে, একই বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য হবেন এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের নিকট দায়ী থাকবে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

(৬) চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ তাদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটিমাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর পূর্ণ হইলে তিনি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না বা চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকবেন না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন তাদের চাকরির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য যেকোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে অন্যূন ৩ (তিন) মাসের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করে স্ব স্ব পদত্যাগ করতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারপার্সন বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য স্ব স্ব কার্য চালিয়ে যাবেন।

(৮) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন তাঁর পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ বা উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে স্বীয় পদ ত্যাগ করলে বা অপসারিত হলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এ আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগ দান করবেন।

কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন হিসেবে সরকারের সাবেক সচিব জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরীর মেয়াদ ২৩ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ শেষ হয়। কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য হিসেবে জনাব এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ হতে ০৮/০৮/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ০৯/০৮/২০১৯ তারিখ হতে কমিশনের একমাত্র সদস্য জনাব মোঃ আব্দুর রউফ কমিশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করছেন।

# ৩য় অধ্যায়
# প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম

## ৩.১। কমিশনের সভা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কমিশনের ১৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভাসমূহে কমিশনের জন্য প্রণীত প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের নীতিগত সিদ্ধান্ত, জনবল নিয়োগ, চালের উপর গবেষণা কার্যক্রম এবং কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ বাজেট অনুমোদন করা হয়।

## ৩.২। কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পত্র নং-২৬.০০.০০০০.০৯০.০১১.১৭.১৫-৯০ তারিখ ১৩ মার্চ ২০১৮ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি আদেশ জারি হয়। কমিশনের মঞ্জুরীকৃত সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

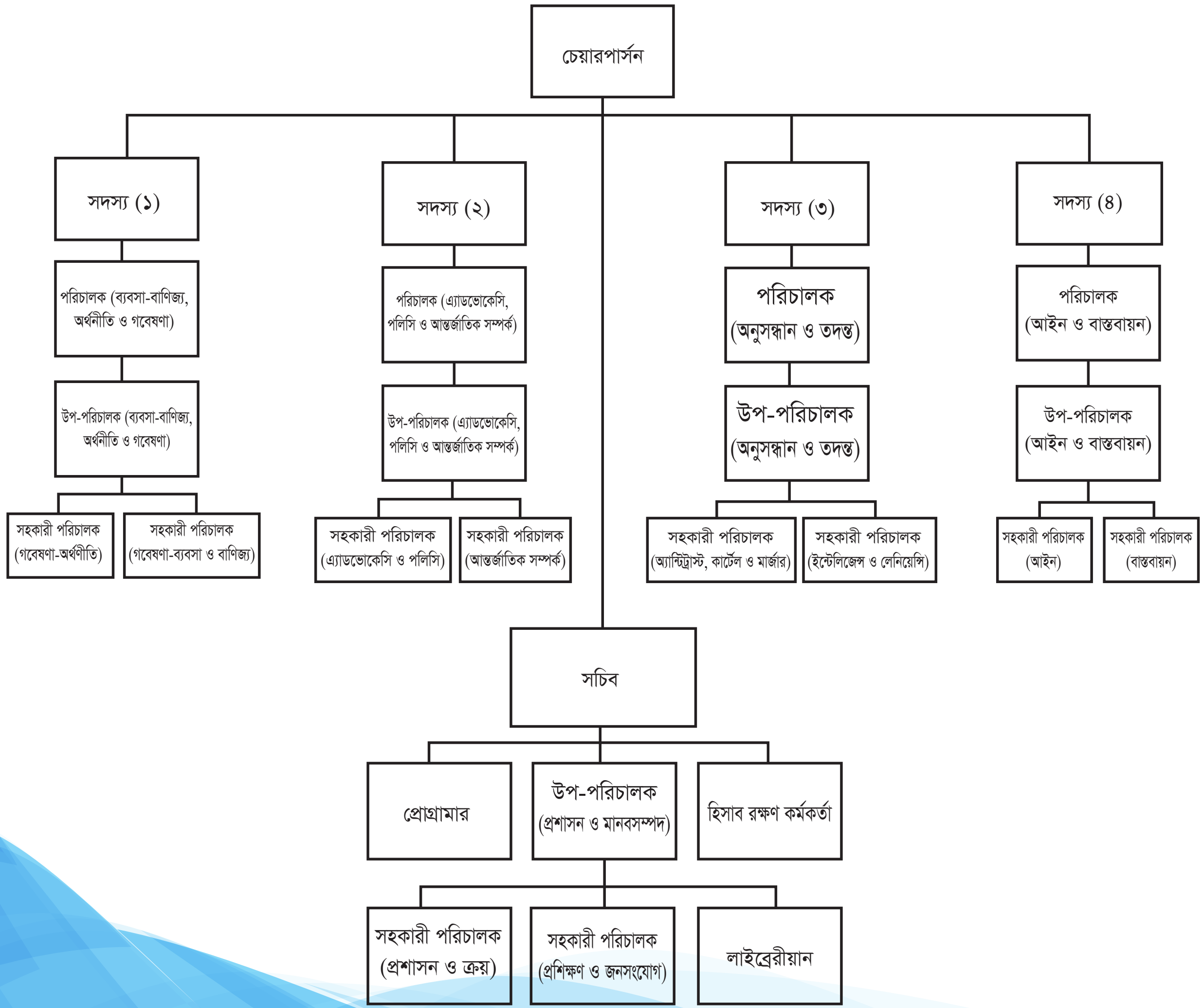

কমিশনের মঞ্জুরীকৃত এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল নিম্নরূপঃ

## জনবল

| ক্রমিক | পদের নাম | গ্রেড/শ্রেণী | | | | মঞ্জুরীকৃত পদ | বর্তমানে কর্মরত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | | |
| ১। | সচিব | ১ | | | | ১ | - |
| ২। | পরিচালক | ৪ | | | | ৪ | ৪ |
| ৩। | উপ-পরিচালক | ৫ | | | | ৫ | ২ |
| ৪। | প্রোগ্রামার | ১ | | | | ১ | - |
| ৫। | চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব | ১ | | | | ১ | ১ |
| ৬। | সহকারি পরিচালক | ৮ | | | | ৮ | - |
| ৭। | সহকারি পরিচালক (গবেষণা) | ২ | | | | ২ | - |
| ৮। | সহকারি প্রোগ্রামার | ১ | | | | ১ | - |
| ৯। | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | | | | ১ | ১ |
| ১০। | লাইব্রেরিয়ান | | ১ | | | ১ | - |
| ১১। | কম্পিউটার অপারেটর | | | ২ | | ২ | - |
| ১২। | উচ্চমান সহকারি | | | ২ | | ২ | - |
| ১৩। | ব্যক্তিগত সহকারি | | | ১০ | | ১০ | ১ (দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে) |
| ১৪। | স্টোর কিপার | | | ১ | | ১ | - |
| ১৫। | হিসাব রক্ষক | | | ১ | | ১ | ১ (দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে) |
| ১৬। | ক্যাশিয়ার | | | ১ | | ১ | - |
| ১৭। | অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | | | ৭ | | ৭ | - |
| ১৮। | গাড়ী চালক | | | ৮ | | ৮ | ৪ |
| ১৯। | ডেসপাচ রাইডার | | | | ১ | ১ | ১ |
| ২০। | অফিস সহায়ক | | | | ১১ | ১১ | ১১ (১ জন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে) |
| ২১। | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | | | | ২ | ২ | ২ (১ জন দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে) |
| ২২। | নিরাপত্তা প্রহরী | | | | ২ | ২ | ২ |
| | মোট | ২৪ | ১ | ৩২ | ১৬ | ৭৩ | ৩০ |

## ৩.৩। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট হতে কমিশন ৪ জন সহায়ক কর্মচারীকে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য ২৪ টি পদের মধ্যে ১৮ টি পদ পূরণ করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের ৭ জন কর্মকর্তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণ/সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় হতে একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়। কমিশনে বর্তমানে মোট ৮ জন কর্মকর্তা প্রেষণে/সংযুক্তিতে কাজ করছেন। বর্তমানে কমিশনের চেয়ারপার্সন ও ৩ জন সদস্য দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

**চেয়ারপার্সন ও ৩ জন সদস্য ব্যতীত কমিশনের জনবল নিম্নে প্রদর্শিত হল:**

| ক্রমিক | পদবী | নিয়োগ/পদায়ন | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১। | সচিব (যুগ্ম সচিব) | - | - |
| ০২। | পরিচালক (উপসচিব) | প্রেষণে | ০৪ |
| ০৩। | চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব (উপসচিব) | সংযুক্তিতে | ০১ |
| ০৪। | উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) | প্রেষণে | ০২ |
| ০৫। | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | সংযুক্তিতে | ০১ |

## ৩.৪। কমিশনের আর্থিক ব্যয় বিবরণী

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। কমিশন বার্ষিক যৌক্তিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট বাজেট বরাদ্দ চেয়ে থাকে এবং কমিশনের চাহিদা মোতাবেক সরকারের বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। কমিশন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সরকার হতে ৩,৭১,০০,০০০/- (তিন কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়।

প্রাপ্ত বাজেটের প্রধান প্রধান খাত উল্লেখপূর্বক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যয় বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

### ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ এবং সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কোড নম্বর, খাতওয়ারী প্রকৃত খরচের হিসাব বিবরণী:

**১৩৫০১৩৯০০-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন**

| কোড নম্বর | ব্যয়ের খাত | বাজেট বরাদ্দ (২০১৮-২০১৯) | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট বিভাজন | পুনঃ উপযোজনকৃত বিভাজন | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রকৃত ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২১১১৩৩ | ভেন্যু ভাড়া | ০ | ৬,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অব্যয়িত ৫৫৫১২/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়। |
| ৩৬৩১১০১ | বেতন বাবদ সহায়তা | ৮২,০০,০০০ | ৭৮,০০,০০০ | ৭৮,২৭,৩৪৭ | ৭৮,২৭,৩৪৭ | |
| ৩৬৩১১০২ | ভাতাদি বাবদ সহায়তা | ৬৬,৪৩,০০০ | ১,১২,৩৭,০০০ | ৯৬,২৩,০৪২ | ৯৬,২০,৫৩০ | |
| ৩৬৩১১০৩ | পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা | ১,৭৪,০২,০০০ | ১,৭৩,৭০,০০০ | ১,৮৯,৫৬,৬১১ | ১,৮৯,৫৬,৬১১ | |
| ৩৬৩১১০৭ | বিশেষ মূলধন অনুদান | ১৬,৫৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ০ | |
| ৩৬৩১১৯৯ | অন্যান্য অনুদান | ৩২,০০,০০০ | ৪৩,০০০ | ৪৩,০০০ | ৪০,০০০ | |
| | মোট= | ৩,৭১,০০,০০০ | ৩,৭১,০০,০০০ | ৩,৭১,০০,০০০ | ৩,৭০,৪৪,৪৮৮ | |

## খাতওয়ারি প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র (২০১৮-২০১৯)

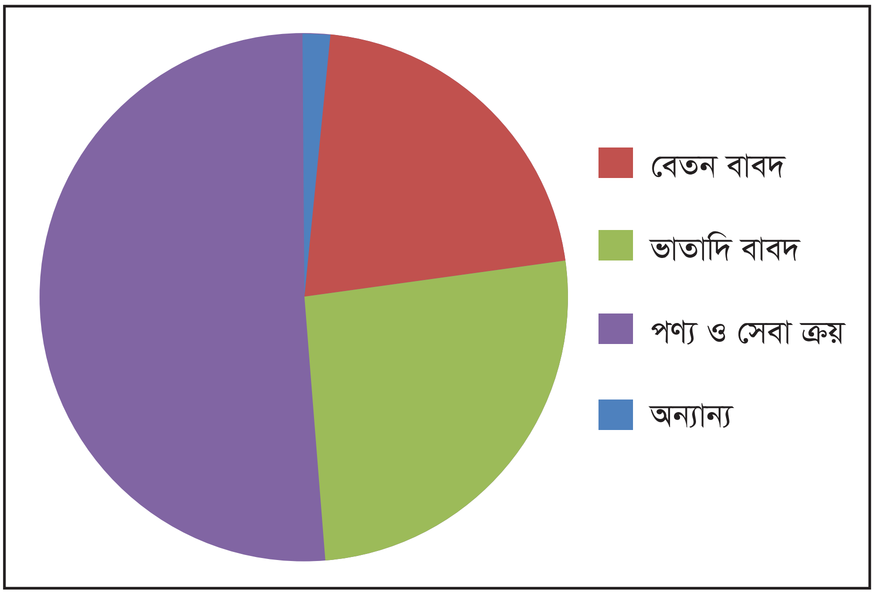


## ৩.৫। প্রশাসনিক কার্যক্রম

**(১) প্রশিক্ষণ:**

(ক) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য কমিশনে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়।

(খ) কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন অর্থ বিভাগের অধীন ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত "Budget Management Specialist" শীর্ষক ১৯ কর্মদিবস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(গ) ২৩-২৪ জুন, ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক আয়োজিত "WTO Notional Workshop On Notification" শীর্ষক ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এবং চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা অংশগ্রহণ করেন।

**(২) কর্মচারী নিয়োগ:** অস্থায়ী ভিত্তিতে কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১৮ জন ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ৪ জন কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়।

**(৩) জনবল নিয়োগ:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের মাধ্যমে কমিশনের ৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রিলিমিনারী, লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ১৫৭ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন। কমিশনের সরাসরি নিয়োগযোগ্য প্রোগ্রামার পদে ১টি, সহকারী পরিচালক পদে ৮টি, সহকারী পরিচালক (গবেষণা) পদে ২টি, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে ১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদে ১টি, স্টোর কীপার পদে ১টি, ক্যাশিয়ার পদে ১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৭টিসহ মোট ৩৪টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ছাড়পত্র পাওয়ার পর "বাংলাদেশ প্রতিদিন" ও "ডেইলি স্টার" পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ৩৪টি পদের বিপরীতে ১৭১৯৮ জন প্রার্থী আবেদন করেন। তন্মধ্যে ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ১৫৯৭ জন। প্রোগ্রামার, সহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক (গবেষণা), হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার ও লাইব্রেরিয়ান পদে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাবরক্ষক,

ক্যাশিয়ার, স্টোর কীপার ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় ৬৯৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, কম্পিউটার অপারেটর, ব্যক্তিগত সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এই ৫টি পদে ৪০৯ জন প্রার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৪) **অফিস ভবন ভাড়া:** স্থান সংকুলানের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে এপ্রিল, ২০১৯ থেকে কমিশনের ব্যবহারের জন্য ইস্কাটন গার্ডেনস্থ বোরাক টাওয়ারের ৫ম তলার দক্ষিণ অংশে ৬৯৬২.৫০ বর্গফুটের নতুন স্পেস ভাড়া নেয়া হয়। এর ফলে পূর্বের ভাড়াকৃত স্পেসসহ কমিশনের ভাড়াকৃত জায়গার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩,২৯০.৫০ বর্গফুট।

## ৩.৬। অডিট

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ৩৪(২) ধারা বলে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দল গত ৩-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষা সমাপ্ত করেছে। নিরীক্ষা শেষে প্রাথমিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদর্শিত ১০টি আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত কমিশন ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিকট ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করে।

# ৪র্থ অধ্যায়
# আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী

## ৪.১। প্রতিযোগিতা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থা

**UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) :** ১৯৬৪ সালে আঙ্কটাড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর জেনেভা। আঙ্কটাড ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে এবং প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে । আঙ্কটাডের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, অর্থ ও প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রস্তুত করা। আঙ্কটাড প্রতিযোগিতা বিষয়ক মডেল "ল" তৈরি করেছে। এর আলোকে সদস্য দেশসমূহ প্রতিযোগিতা বিষয়ক আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করতে পারবে। ১৯৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৩৫ তম সাধারণ সভায় ৩৫/৬৩ নং রেজুলেশন মূলে 'The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices' অনুমোদন করা হয়। প্রতি বছর প্রতিযোগিতা আইন ও নীতি বিষয়ক আন্তঃদেশীয় বিশেষজ্ঞ দল প্রতিযোগিতা আইন ব্যবহার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটাতে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে। United Nations Review Conferences পাঁচ বছর পরপর the Set on Competition Policy রিভিউ করে থাকে। ২০১৫ সালে সর্বশেষ রিভিউ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রধানগণ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ২০২০ সালে পরবর্তী রিভিউ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

**OECD-GFC (Organisation for Economic Co-operation and Development- Global Forum on Competition) :** ২০০১ সালে ওইসিডি-জিএফসি (গ্লোবাল ফোরাম অন কম্পিটিশন) প্রতিষ্ঠিত হয়। ওইসিডি ও ওইসিডি বহির্ভূত সদস্যদের এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য এর পরিধি সম্প্রসারণ করে ওইসিডি-জিএফসি গড়ে তোলা হয়। প্রতিবছর এ সম্মেলন হয়ে থাকে। ১০০ টির বেশি প্রতিযোগিতা কমিশন এতে অংশগ্রহণ করে। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী প্রমুখ প্রতিযোগিতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ এতে অংশ নিয়ে থাকেন। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিস।

**ICN (International Competition Network) :** ২০০১ সালে গঠিত হয়। এর ভার্চুয়াল সদর দপ্তর কানাডায় । আইসিএন হল প্রতিযোগিতা নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোর অনানুষ্ঠানিক একটি প্ল্যাটফর্ম। এর মূল লক্ষ্য হল সুষ্ঠু Competition Policy প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা। এর ৫টি ওয়ার্কিং গ্রুপ রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনও এর সদস্য।

## ৪.২। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং

কমিশন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে সকল প্রতিষ্ঠান Competition Policy নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছে। তন্মধ্যে OECD Global Forum on Competition ও ICN এর সাথে সংযোগ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন International Competition Network (ICN) এর সদস্যপদ লাভ করে। OECD Global Forum on Competition কর্তৃক আয়োজিত ২৯-৩০ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৭ তম সম্মেলনে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা ও পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন। UNCTAD কর্তৃক ১-৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে জেনেভায় আয়োজিত ই-কমার্স সপ্তাহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া ফেয়ার ট্রেড কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ইন্টার্ণশীপ এবং এক্সপার্ট ডিসপ্যাচ প্রোগ্রামে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

# ৫ম অধ্যায়
# কমিশন সম্পাদিত কার্যক্রম

## ৫.১। দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণী

**(ক) দায়েরকৃত এবং স্ব-প্রণোদিত অভিযোগ:**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩ টি অভিযোগ পাওয়া যায়, অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট কর্তৃক ৩ টি অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করা হয়। তন্মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিযোগিতা আইনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় নথিভুক্ত করা হয়, অবশিষ্ট ২ টি অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**(খ) নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণী:**

কমিশন কর্তৃক গত ৩১ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মামলা নং ২/২০১৮ এর চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়।

### মামলা নং ২/২০১৮

**অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:**

১। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়ে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভিন্ন অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক নীতিমালা বা আইন-কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি জারির এখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও সিএণ্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন সিএণ্ডএফ সেবা প্রদানের বিষয়ে একটি বেআইনি, এখতিয়ার বহির্ভূত এবং পক্ষপাতমূলক নীতিমালা জারী করে। যার কারণে প্রভাবশালী গুটিকয়েক সিএণ্ডএফ এজেন্ট লাভবান এবং অধিকাংশ সিএণ্ডএফ এজেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। সিএণ্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন এর নীতিমালার ১ নং ক্রমিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, উল্লিখিত এসোসিয়েশন বিভিন্ন টেণ্ডারে কমিশন হার নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উক্ত কমিশন হার মানার জন্য সদস্যদের বাধ্য করা হচ্ছে। বিষয়টি ২০১২ সনের প্রতিযোগিতা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অনুমিত হয়।

**অভিযোগকারী** : প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল, বাণিজ্য কিরণ (২য় তলা), ১৩৯৬/২, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।

**প্রতিপক্ষ** : চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এণ্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, সিএণ্ডএফ টাওয়ার (১২ তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।

**আদেশ** : কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ২০ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করেছে :

চিটাগাং সিএণ্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন কর্তৃক ১২-০৫-২০১০ তারিখের ৩১/২০১০ নং প্রচার পত্রে জারীকৃত টেণ্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সিএণ্ডএফ এজেন্টদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী এর- ১ (এক), ৬ (ছয়), ৮ (আট), ১১ (এগার), ১৩ (তের) নং অনুচ্ছেদ প্রতিযোগিতা আইনের ১৫ (১) ধারার লঙ্ঘন বিধায় বাতিল করা হল এবং পুনরায় এ প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী নিয়মাবলী সিএণ্ড এফ সদস্যদের প্রতি আরোপ করা হতে প্রতিপক্ষকে বারিত করা হল।

চট্টগ্রাম সিএণ্ডএফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর নিবন্ধনকৃত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৩ (১৭) সুস্পষ্টভাবে প্রতিযোগিতা আইনের ১৫ (২) (খ) ধারার লংঘন বিধায় গঠনতন্ত্রের উক্ত ধারাটি বাতিল করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক

সংশোধনক্রমে অত্র আদেশ প্রদানের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

## ৫.২। বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন

প্রতিযোগিতা আইনটি অর্থনীতি বিষয়ক একটি দেওয়ানি প্রকৃতির আইন। আইনটি বাস্তবায়নে বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয় ... াধীন রয়ে ...

| ক্রমিক নম্বর | বিধিমালা/প্রবিধানমালার শিরোনাম | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ১। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী বিধিমালা, ২০১৯ | গেজেট প্রকাশিত |
| ২। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সমন্বিত প্রবিধানমালা, ২০১৯ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "প্রতিযোগিতা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৭", "অনুসিন্ধান্ত ও তদন্ত প্রবিধানমালা, ২০১৭", "শুনানী প্রবিধানমালা, ২০১৭", "পুনর্বিবেচনা প্রবিধানমালা, ২০১৮" একত্রিত করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সমন্বিত প্রবিধানমালা, ২০১৯ প্রস্তুত করা হয় যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। |
| ৩। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১৯ | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন। |


| ৩। | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১৯ | লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন। |


## ৫.৩। কমিশন এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মধ্যে মতামত বিনিময়

বিবেচ্য সময়ে বিটিআরসির প্রস্তাবিত টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতা প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রণয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মতামত চাওয়া হলে বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/প্রবিধানমালা এবং International Telecommunication Union (ITU) এর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ১৪(২) ধারা অনুযায়ী কমিশন নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেঃ

'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর সাথে সাংঘর্ষিক কোন প্রবিধানমালা প্রণয়ন না করে ITU এর বিশেষজ্ঞ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে বর্ণিত-

(a) Draft Telecommunications Significant Market Power Licensed Operator Instruction; ও

(b) Draft Telecommunications Significant Market Power Commission Instruction- এ প্রদত্ত সুপারিশ অনুসরণ করে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও SMP এর অপব্যবহার রোধ কল্পে BTRC এর Legal Instruments এ প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা যেতে পারে।'

## ৫.৪ । এডভোকেসি কার্যক্রম

(১) (ক) **বরিশাল বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার:** সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ও অংশিজনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বরিশাল বিভাগে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী।

সেমিনারে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বরিশাল বিভাগের কমিশনার জনাব রাম চন্দ্র দাস। কমিশনের পরিচালক মোঃ খালেদ আবু নাছের একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উক্ত সেমিনারে বরিশাল বিভাগের সকল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ক্যাবের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

(খ) **সিরডাপ মিলনায়তনে সেমিনার আয়োজন:** ৯ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে **'টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা'** শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান ও এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন)।

কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শ্রম ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সরকারের সাবেক সচিব ড. মজিবুর রহমান, অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব জামালউদ্দিন আহমেদ এবং এফবিসিসিআই এর সাবেক পরিচালক ও ট্রেড পলিসি পরামর্শক জনাব মোঃ মঞ্জুর আহমেদ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

(গ) **রংপুর বিভাগে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সেমিনার:** ১৬ মে ২০১৯ তারিখে প্রতিযোগিতা আইনের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর, জনাব জয়নুল বারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি, আরএমপির পুলিশ কমিশনার ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন। পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা করেন পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের। সেমিনারে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল তুলে ধরা হয়। সেমিনারে রংপুর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক/তার প্রতিনিধি ছাড়াও রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রংপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির পরিচালক, রংপুর উইমেন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির সভাপতি, ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, অর্থনীতি/আইন/বাণিজ্য বিষয়ের শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত সংস্থাসহ (ক্যাব/ই-ক্যাব) বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

(২) **বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরে অবহিতকরণ:** কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে চলমান ২৪তম ও ২৫তম উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে, জুডিশিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর ৩৮তম ফাউণ্ডেশন ট্রেনিং কোর্সে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন করা হয়।

(৩) **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন ও মতবিনিময়:** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মহোদয় প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন করে এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন, কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

(৪) **চ্যানেল ২৪ আয়োজিত টকশো-তে অংশ গ্রহণ:** ০৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে চ্যানেল ২৪ আয়োজিত টকশো-তে প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারপার্সন অংশগ্রহণ করেন।

(৫) **ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ:**

ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে চেয়ারপার্সন মহোদয় অংশগ্রহণ করেন ও প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন।

(৬) **টেলিভিশন কমার্শিয়াল (টিভিসি) তৈরি:** যোগসাজশ ও কার্টেল বিষয়ক ১ (এক) মিনিট দৈর্ঘ্যের ২ (দুই) টি টিভিসি তৈরি করা হয়েছে যা বটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে। অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে সম্প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৫.৫। বাজার গবেষণা

কমিশন কর্তৃক বিবেচ্য সময়ে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর মাধ্যমে "Rice Market of Bangladesh: Role of different Players and Assessing Competitiveness" বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ এর নেতৃত্বে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয়।

### উক্ত গবেষণার সারসংক্ষেপ:

**Figure: Paddy-Rice Trade Circuit**

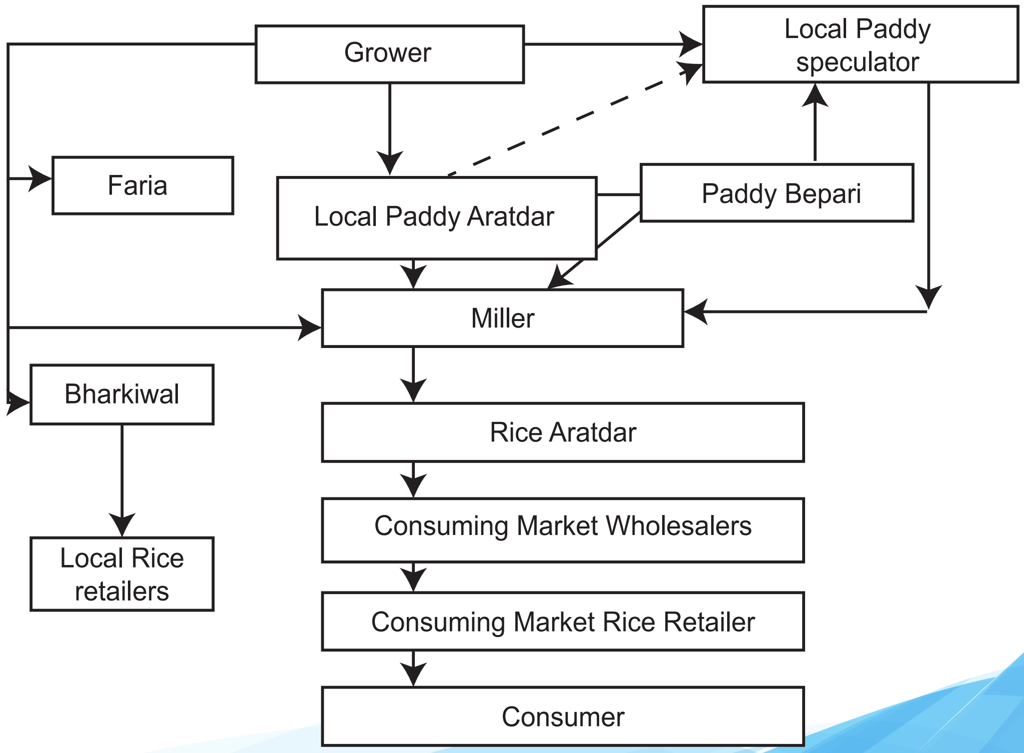

The most common types of intermediaries referred to in the vernacular are faria, bepari, aratdar, and paikar. In addition there are various local names in different regions of the country like cycle bepari, kanda bepari, bharkiwala and lai faria. Things are further complicated by changing roles of some intermediaries with time although the name remains unchanged. Role of these actors are described in the following way-

I. Faria: Faria operate in local village markets procuring supplies from growers in the market or at the farm gate and selling to beparis in the same market or to local aratdars. The dominant mode is for farias to sell to beparis within the village market. A faria has no fixed premises.

II. Bepari: A bepari trades long distance collecting from farias and growers in a village market, carrying out some sorting, grading and bulking and connecting to an aratdar generally located in a larger market some distance away. Like the faria, the bepari is also an itinerant trader.

III. Aratdar: An aratdar is a broker or a commission agent who connects sellers (beparis) with buyers (other beparis, millers or processors, paikars or even retailers). A fixed commission is charged from both buyers and sellers so that the main goal of an aratdar is to have a high turnover. While the pure function of the aratdar is that of a broker, he is known to wear other hats as well, combining direct (speculative) trading and wholesaling in addition. The aratdar is really the central actor in the market playing the all-important role of enabling stranger-transactions, creating trust, and in general, supporting credible contracts to be entered into and leading to repeat transactions. The aratdar is the ultimate guarantor in an exchange; without him, local village markets would remain unintegrated with larger regional markets, and with the rest of the country.

IV. Paikar: Refers to a wholesale buyer purchasing directly from an aratdar or using a bepari to buy on his behalf.

V. Retailer: Procures supplies from a bepari or a paikar.

The study concluded that the value chain of rice could be local (production and consumption take place in the same area) or national (production and consumption take place in different areas). The former one is shorter value chain and later one is a longer value chain. The local value chain is dominated by traditional micro-processors while the longer value chain is dominated by modern rice millers catering to deficit areas and large urban centres. The exchange modalities are similar but the scale and terms of exchange differ depending on nature of risks faced.

The study by Mujeri et al (2013) has noted the following rice value chain. The dominant rice value chain is the traditional one in which the millers produce rice for the bulk market. The flow of rice to the consumers takes place through the market intermediaries or different value chain actors, such as farias, beparis, millers, aratdars, commission agents, wholesalers and retailers. The marketing channels of three different varieties of rice (coarse, medium, and fine) which have been studied separately indicate the availability of wide flexibility on the part of the farmers to supply different grades of rice to the millers

throughout the year. However, the chain participants mostly work in isolation taking decisions for maximizing own returns rather than the interest of the entire chain itself.

## Analysis of the competition in Rice market

As has been mentioned in Mujeri et al (2013), the nature and the process of the present rice procurement system usually exclude the small and traditional rice millers as well as the farmers to participate in the procurement process. It thus appears that the rice sector tends to be increasingly dominated by the large rice millers (e.g. automatic and/or semi-automatic rice mills) who exert significant control over rice processing and marketing in Bangladesh. The expansion of the supermarket value chain is more likely to lead to the creation of conditions in which more collaborative and dependent relationships may flourish in the rice market.

The exchange relationships among the participants, in almost all cases, are based on buyer-seller interactions at each stage of the chain rather than across the entire chain. While many of the relationships have been built over the years, their domain is mostly transactional exchange rather than value creation. Such relationships do not create value jointly by the participants and hence are unlikely to enhance the competitive advantage of the chain.

Our field survey and discussion with various relevant agents inform that millers are the largest entity in the rice supply chain. The size of their total investment is large compared to the other entities in the chain, and most of this is sourced from the financial institutions. Hence, their risk is higher and so is their expected return from the business. Their profit would incorporate a portion as risk premium. Given this backdrop, a higher profit registered by the millers may not be an indicator of their market power or formation of cartel to maximize joint profit. Although there is strong belief among the market participants that millers influence the market price by withholding exchanges for a couple of weeks to induce a price hike in the market, the evidence is not absolutely concrete. The number of registered millers in the market is close to twenty thousand and they are spread in different districts of the country. Given this structure, the likelihood of an effective cartel working for a longer period of time is low. In addition, the millers have to incur a continuous operating cost that is meet by sales revenue. This may make it difficult for the miller to stop sales for a longer period of time.

However, since the millers work in close coordination with the "aratdar" while buying paddy and with the "wholesalers" while selling rice, they have strong influence in determining the price at different stages of the supply chain. The price at which millers want to buy the paddy will ultimately determine the minimum price which "aratdar" would be willing to pay to the farmers. Similarly, the price that millers want to pay to the wholesalers will determine the price at which wholesalers will sell to the retailers. In the event of a large shock in the market, the millers may utilize their dominance in the chain to influence the market price of rice for shorter period of time.

The millers appear to have a strong network across the markets in the country. Although few in numbers, almost all of the millers reveal during our field visit that they maintain an association to have regular contact and they share market information with one another.

Now, if they are better informed relative to other market entities, this would them an information premium in the form of higher market profit even if the conducts are competitive.

## Conclusions and Recommendations

The discussion above indicate the followings-

- Prices in the growing region and consuming region usually move together and prices are mostly stable. Majority of the evidence support a cointegrated market.
- Market responds to shocks, such as production shocks, and prices go up occasionally: it does not necessarily mean anti-competitive behavior.
- Supply chain is mainly dominated by the Millers. Aratdars are the upstream link of the millers while wholesalers are their downstream link. Millers spread network in big cities by employing paid representative to coordinate with other market actors and gather market information.
- Very large auto rice millers have the possibility exercise anti-competitive behaviour in the rice supply chain of Bangladesh.
- Market Investment of millers is significant. Large share of their investment is financed through banks. This appears to be a barrier of entry to market. They have to run business throughout the year and withholding of production even for a shorter period of time would incur loss. They maintain large stock of paddy for this operation; but it is hardly monitor whether they keep their stock more than the allowed period in the Hoarding Act of Bangladesh and also keep greater quantity than the permitted quantity.
- Millers are found to be well-connected with association of similar traders. Those association appears to be well-structured; but it is hard to find any evidence of collusion. They exchange market information, help each other in crisis, work like an informal insurance mechanism.

The following actions could be taken to address the possible anti-competitive behaviour in the rice supply chain.

❖ There should be coordination among the activities of the Ministry of Commerce, Ministry of Food and Competition Commission. The Plan of Action of the National Food Policy should include the role of Competition Commission in bringing stability in price by keeping the market competitive.

❖ The Hoarding act needs to be implemented properly. Millers need to report their stock information to the registration authority every month. But they are reluctant to do that regularly. Even if they do, monitoring is very limited to observe whether they are providing correct report or not.

- The summary report that is produced by the District Food office (on rice and paddy stock) should be communicated to the Competition Commission regularly.
- The Competition Commission should increase its visibility, so that actors of supply chain of different products can communicate any anti-competitive behaviour to the Commission.
- Competition Commission should get direct access to the price data generated by department of Agriculture.
- Government policy towards agricultural development, food security and rice marketing need to be coordinated and therefore government should take more a supply chain approach, rather than considering separate actions for separate actors.
- The human resource of the Competition Commission should be increased. They should be equipped with more technical persons to maintain large data base and to collect data from other government authorities.

## ৫.৬। কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন

প্রতিযোগিতা আইনের যথাযথ প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, সময়োপযোগী ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটাবেইজ ও আইসিটি সার্ভার স্থাপন, কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারের জন্য এডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ, বাজার গবেষণা এবং আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Strengthening of the Bangladesh Competition Commission' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবটি গত ২৯/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব ৩০/০১/২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

Technical Assistance Project Proforma/Proposal (TAPP) on

Strengthening of the Bangladesh Competition Commission

১.০ প্রকল্পের নাম : Strengthening of the Bangladesh Competition Commission

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

৪.০ Objectives and Targets of the Project:

## Objectives:

(i) Hire consultancy from international and national experts in the fields of competition economics, competition law, financial analysis, ICT and advocacy in order to build capacity of the Bangladesh Competition Commission.

(ii) Capacitate Bangladesh Competition Commission by providing training to its human resources.

(iii) Implement advocacy programs of the Commission to create awareness among people.

(iv) Set up ICT database and back-up with server in the Commission.

(v) Procure different researches on the market and relevant sectors of the economy to find out anti-competitive activities in the markets and interventional strategies for best practices.

## Targets:

(i) Enhance capacity of human resources;

(ii) Increase strength of the Commission;

(iii) Prepare the Commission to enforce competition law;

(iv) Establish communication and ICT network in the commission;

(v) Implement advocacy programs through media, seminar and other means.

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়

# অর্থনৈতিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা, প্রভাব ও করণীয়

### ৬.১। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব

বিভিন্ন আইন দ্বারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা হলেও মূল্য নির্ধারণ, সিণ্ডিকেট, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ কিংবা অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জোটবদ্ধতা কোন আইনের আওতাভূক্ত ছিল না। ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ ছিল। প্রতিযোগিতা আইন এ সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। এ সকল বিবেচনায় সরকার কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ প্রণয়ন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৮ ধারায় প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলে অর্থনীতিতে নিম্নোক্ত ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবেঃ

(১) **অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ (Price Fixing):** বাজারে অসাধু ব্যবসায়ীগণ ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে ইচ্ছামত বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং ভোক্তা প্রতারিত হয়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়িত হলে অসাধু ব্যবসায়ীরা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না।

(২) **বাজারের ভৌগোলিক সীমা (এলাকাভিত্তিক) নির্ধারণ:** ব্যবসায়িক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করে ইচ্ছামত পণ্য সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য ভৌগোলিক (এলাকাভিত্তিক) বাজার সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতা আইন এ ধরণের এলাকাভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে।

(৩) **উদ্যোক্তা বৃদ্ধিঃ** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নতুন উদ্যোক্তা সহজে বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

(৪) **প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের শাস্তিঃ** প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নের ফলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা বিরোধি কর্মকাণ্ড করলে শাস্তি পাবে। ফলে বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে।

(৫) **বিনিয়োগ বৃদ্ধিঃ** পৃথিবীর প্রায় ১৩০ টিরও বেশি দেশে প্রতিযোগিতা আইন কার্যকর রয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের স্বার্থে আইনের রক্ষাকবচগুলো যাচাই করে দেখেন। রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনে বিপুল বিনিয়োগ বিশেষ করে এফডিআই দরকার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োগ একটি সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (Competition Regime) গড়ে তুললে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আস্থা পাবে ও উৎসাহিত হবে।

(৬) **নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা:** প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রয় নিশ্চিত হবে। ফলে বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি ও পণ্য-মূল্য হ্রাস পাবে ও স্থিতিশীল থাকবে।

(৭) **দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ** ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন, দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। পণ্য মূল্য হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে অন্যান্যের সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এতে দারিদ্র্যসীমার নিচে অথচ কাছাকাছি বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে উঠবে।

(৮) **ভোক্তার জীবনমানের উন্নয়ন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় থাকলে ভোক্তা স্বল্প মূল্যে ভাল মানের পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে। এর ফলে ভোক্তার আর্থিক সাশ্রয় ঘটবে। উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে ভোক্তার জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

(৯) **উদ্ভাবন:** বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টিকে থাকার স্বার্থে উদ্ভাবনের দিকে মনোযোগী হবে। ফলে পণ্য ও সেবায় নতুনত্ব আসবে এবং পণ্য ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

(১০) **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও ভিশন-২০৪১ অর্জন:** এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ভিশন-২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে এ দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছেঃ জিডিপিসহ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সার্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতেই প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

## ৬.২। 'টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার পেপার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শ্রম ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক গত ০৯ মার্চ, ২০১৯ সিরডাপ মিলনায়তনে **'টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা'** শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রতিযোগিতা আইন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে ডঃ রাজ্জাক যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশী জনগণ পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করে থাকেন। এর ফলে জাতীয়ভাবে ১৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি অতিরিক্ত ব্যয় হয়। আরো দেখা যায়, নিম্ন আয়ের মানুষেরা প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অধিক শিকার হয়। বাজারের অদক্ষতা/দুর্বলতা সঠিকভাবে সামলানো সম্ভব হলে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

প্রতিযোগিতা আইন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে জাতীয় বাজেটের ১৩% ব্যয় করা হয়। অধিকাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে দরিদ্রদের নগদ সহায়তা দেয়া হয়। দরিদ্র/অসহায় ব্যক্তিগণ এই টাকা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করেন। বাজারে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে দরিদ্র/অসহায় মানুষের ব্যয় বেশি হয়। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুফল ব্যবসায়ীদের নিকট চলে যায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন করা হলে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড দূরীভুত হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে।

Figure 6: Simulation of price of impact on poverty

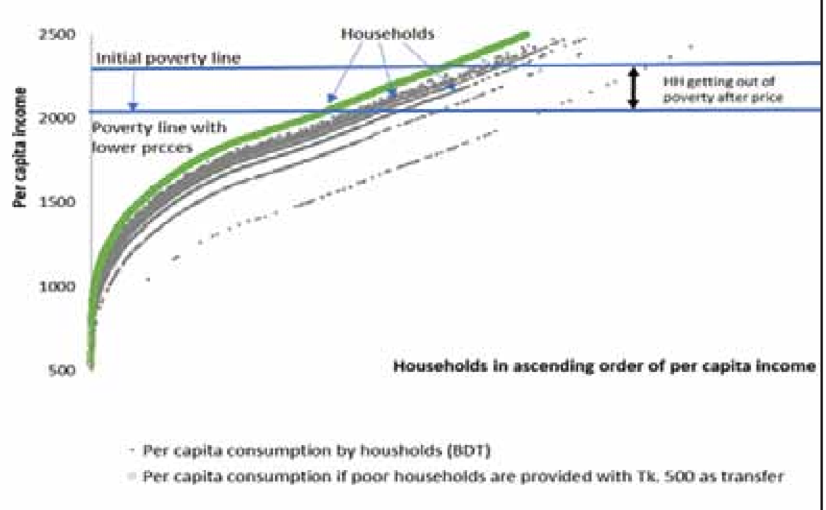


ড. রাজ্জাক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের পারিবারিক আয় ও ব্যয়ের তথ্য ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, যদি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম ১০% কমানো যায়, সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সরকারি সহায়তার পরিমাণ মাথাপিছু ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ৪০ লাখ পরিবারের ১ কোটি ৬৫

লক্ষ দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে বের করে আনা সম্ভব হবে। অর্থাৎ এর ফলে আয় বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্র্যের হার ২৪.৩% থেকে ১৪% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও ওইসিডি'র ২০১৪ সালের প্রতিবেদনের বরাতে ১৯৯৫-২০১৩ সালের মধ্যে কার্টেল ঘটেছে এমন উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ তুলে ধরেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে তার ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণ করতে পারে।

| Major 'hardcore' cartels prosecuted in developing countries 1995-2013 (World Bank –OECD,2017) | | |
|---|---|---|
| Bricks | Security guard services | Freight forwarding services |
| Cable tv services | Transportation | Sugar |
| Cargo transportation | Steel | Internet service |
| Cement | Bank interest rates | Sand and construction materials |
| Energy | Cooking oil | Soft drinks |
| Health care | Plastic pipes | Insurance |
| Generic drugs | Salt | Poultry |

**ড. রাজ্জাক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ:**

❖ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখার সম্ভাব্য সুফল বিবেচনা করে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

❖ ফলপ্রসূ মনিটরিং এর পূর্বশর্ত হচ্ছে সেক্টর ভিত্তিক জটিল ইস্যু নিয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য থিংকট্যাংক এর সাথে সংযুক্ত থেকে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হবে।

❖ প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে এমন বিষয়গুলোতে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসব প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলো বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

❖ কমিশনকে প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নে সহায়ক বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও নীতিমালা প্রস্তুতে কাজ করতে হবে। অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক যেকোন নতুন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন এবং বিদ্যমান অনুশীলন পর্যালোচনা করা, মতামত প্রদান ও সংশোধনের সুপারিশ করার এখতিয়ার কমিশনের থাকতে হবে।

❖ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করে প্রতিযোগিতা বিষয়ক সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো গ্রহণ করতে হবে। এডভোকেসি ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

*সেমিনার পেপারের সারাংশ এখানে উপস্থাপিত হল। মূল সেমিনার পেপার যেটি গত ০৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে ড. আব্দুর রাজ্জাক উপস্থাপন করেন সেটি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।*

❖ সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, ভোক্তা এবং সুশীল সমাজের মধ্যে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

## ৬.৩। কমিশনের কার্য পরিচালনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থার সৃষ্টি করাই বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন সেগুলো হচ্ছে:

(১) **আর্থিক সীমাবদ্ধতা:** নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়ন, এডভোকেসি কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কমিশন কর্তৃক অর্থনীতিতে কার্যকর অবদান রাখতে প্রাপ্ত তহবিল নিতান্তই অপ্রতুল।

(২) **বিধি-বিধান প্রণয়ন:** আইনটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিধি-প্রবিধানের প্রয়োজন। এ বিধি-প্রবিধানগুলো দ্রুত প্রণয়ন বর্তমান কমিশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

(৩) **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কমিশন নব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর জনবলের দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অপরিহার্য।

(৪) **এডভোকেসি:** কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের নিকট তুলে ধরা, প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়ে অংশীজনদের (Stakeholders) অবহিতকরণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক এডভোকেসি কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে প্রচার-প্রচারণার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, লিফলেট, টক-শো, ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে।

(৫) **তথ্য-ভাণ্ডার:** প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য (Data) প্রয়োজন। অনুসন্ধান, তদন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ সকল উদ্দেশ্যে একটি সমৃদ্ধ সফটওয়্যার ভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

## ৬.৪। কমিশনের কার্যকর অগ্রযাত্রায় করণীয়

নবসৃষ্ট প্রতিযোগিতা কমিশনকে কার্যকর করতে নিম্নে কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হল:

(১) **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ:**

(ক) **প্রশিক্ষণ:** কমিশনের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ এ কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদান ও অর্থনীতির জটিল ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। এ ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক;

(খ) **অভিজ্ঞতা বিনিময়:** অভিজ্ঞতা বিনিময় দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রতিযোগিতা কমিশন এর মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ বিনিময় করা;

(গ) **সর্বোত্তম অনুশীলন:** বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহকে নিজস্ব পরিমণ্ডলে অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

**(২) এডভোকেসিঃ**

কোন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং করণীয় বিষয় সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্রুত এবং সহজতর পন্থায় সাধারণের নিকট আইনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সেমিনার, মতবিনিময় ইত্যাদি পন্থা ব্যবহার করা।

**(৩) ডিজিটাল সুবিধা সম্পন্ন তথ্য ভাণ্ডার স্থাপনঃ**

প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নে বাজার অর্থনীতির উপরে গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ জন্য একটি আধুনিক সুবিধা সমৃদ্ধ তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন (লাইব্রেরী এবং একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার) করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

**(৪) অর্থের সংস্থানঃ**

কমিশনের কার্যক্রম তথা আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচুর অর্থের সংস্থান দরকার। এজন্য রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন-সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে অর্থসংস্থানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

## ৭ম অধ্যায়

# বিবিধ

### ৭.১। তথ্য অধিকার আইন

তথ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে আরো কার্যকর করা যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কমিশন জনগণের ক্ষমতায়নে অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী। কমিশনের একজন পরিচালককে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তার তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

| | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি | ফোন, মোবাইল ই-মেইল | যোগাযোগের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জনাব আমির আব্দুলাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম<br>পরিচালক,<br>বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন | ফোন: +৮৮ ০২-৫৮৩১৫৪৮৭<br>মোবাইল: +৮৮ ০১৭১২৭০৩৯৯৯<br>ইমেইল: ameerbd22@gmail.com | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন<br>৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন<br>রমনা, ঢাকা।<br>www.ccb.gov.bd |
| আপীল কর্তৃপক্ষ | চেয়ারপার্সন,<br>বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন | ফোন: +৮৮ ০২-৫৮৩১৫৫৮৭<br>মোবাইল: +৮৮ ০১৬১৯৪৩২১৩১<br>ইমেইল: chairperson@ccb.gov.bd | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন<br>৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন<br>রমনা, ঢাকা।<br>www.ccb.gov.bd |

### ৭.২। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপঞ্জি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হল:

| ক্রমিক নম্বর | তারিখ | কর্মসূচি |
|---|---|---|
| ১. | ০৫ জুলাই ২০১৮ | আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবলের ওরিয়েন্টেশন |
| ২. | ১১ জুলাই ২০১৮ | কৃষি মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা |
| ৩. | ১২ জুলাই ২০১৮ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা |
| ৪. | ১৫ জুলাই ২০১৮ | এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবহিতকরণ সভা |
| ৫. | ২৫ জুলাই ২০১৮ | রেলপথ মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা |

| ক্রমিক নম্বর | তারিখ | কর্মসূচি |
|---|---|---|
| ৬. | ০৪ নভেম্বর ২০১৮ | ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে চেয়ারপার্সন মহোদয়ের অংশগ্রহণ |
| ৭. | ০৭ নভেম্বর ২০১৮ | চ্যানেল ২৪ আয়োজিত টক শো-তে চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী'র অংশগ্রহণ |
| ৮. | ২৮ নভেম্বর ২০১৮ | সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপসচিবগণকে প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে অবহিতকরণ |
| ৯. | ২৯-৩০ নভেম্বর, ২০১৮ | OECD Global Forum on Commmpetition (GFC) কর্তৃক আয়োজিত ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৭ তম সম্মেলনে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা ও পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেনের অংশগ্রহণ |
| ১০. | ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলামকে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ |
| ১১. | ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ | প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান কে প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ |
| ১২. | ০৯ জানুয়ারি ২০১৯ | হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব আ.ন.ম বশিরুল্লাহ মহোদয়কে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ |
| ১৩. | ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | বরিশাল বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন |
| ১৪. | ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে উপসচিবগণের (প্রশাসন ক্যাডার ব্যতীত) জন্য অনুষ্ঠিত ২৪তম ও ২৫তম উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ |
| ১৫. | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে সহকারি জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের/ প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিতকরণ |
| ১৬. | ০৯ মার্চ ২০১৯ | সিরডাপ মিলনায়তনে "টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন। প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি উপস্থিত ছিলেন। |
| ১৭. | ২৯ মার্চ ২০১৯ | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের সহযোগিতায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণের পর ফলাফল প্রকাশ |
| ১৮. | ১-৫ এপ্রিল, ২০১৯ | UNCTAD কর্তৃক জেনেভায় আয়োজিত ই-কমার্স সপ্তাহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এর অংশগ্রহণ |
| ১৯. | ০৯ মে ২০১৯ | বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জনবল নিয়োগের নিমিত্ত লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ |
| ২০. | ১৬ মে ২০১৯ | রংপুর বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনারের আয়োজন। প্রধান অতিথি হিসেবে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা উপস্থিত ছিলেন |
| ২১. | ২৬ মে ২০১৯ | মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি কর্তৃক প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন |
| ২২. | ২৭ জুন ২০১৯ | "চালের বাজার গবেষণা" শীর্ষক ভ্যালিডেশন সেমিনার আয়োজন |

৭.৩। অ্যালবাম

## বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

**মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী**
চেয়ারপার্সন
(২৪/০৪/২০১৬-২৩/০৪/২০১৯ পর্যন্ত)

**এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী** এনডিসি
সদস্য
(২৪/০৪/২০১৯ হতে
চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন)

**মোঃ আবুল হোসেন মিঞা**
সদস্য

**মোঃ আব্দুর রউফ**
সদস্য

## বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

**রশিদ আহমদ**
সচিব (যুগ্ম সচিব)
(৩০-০৫-২০১৯ পর্যন্ত)

**মোঃ খালেদ আবু নাছের**
উপসচিব
পরিচালক (অ্যাডভোকেসি, পলিসি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)

**মোঃ মনোয়ার হোসেন**
উপসচিব
পরিচালক (ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা)

**আমির আব্দুল্লাহ মুঃ মঞ্জুরুল করিম**
উপসচিব
পরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত)

**মোঃ আলমগীর হোসেন**
উপসচিব
পরিচালক (আইন ও বাস্তবায়ন)

**মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঞা**
উপসচিব
চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব

**শেখ হাফিজুল ইসলাম**
উপসচিব
(০৪/০৭/২০১৮ পর্যন্ত)

**মোহাম্মদ আশরাফুল আলম**
উপসচিব
চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব
(০৩/০৯/২০১৮ পর্যন্ত)

**মোঃ আবদুর রহমান**
উপসচিব
(০৪/০৭/২০১৮ পর্যন্ত)

## বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

**নাসির উদ্দিন আহম্মেদ**
উপসচিব
(০৭/০৫/২০১৯ পর্যন্ত)

**আনোয়ার-উল-হালিম**
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপ-পরিচালক
(ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি ও গবেষণা)

**মোছাঃ আফরোজা খাতুন**
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপ-পরিচালক
(প্রশাসন ও মানবসম্পদ)

**মুহাম্মদ রায়হান আলম**
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত 'টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারের খণ্ডচিত্র। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান মহোদয়কে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মহোদয়কে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ

কমিশনের উদ্যোগে বিআইডিএস কর্তৃক সম্পাদিত 'Rice Market of Bangladesh: Role of different Players and Assessing Competitiveness' বিষয়ক গবেষণাপত্র বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ কর্তৃক কমিশনে উপস্থাপন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার একটি দৃশ্য

কৃষি মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা

ই-কমার্স উইকঃ জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'From Digitalization to Development' বিষয়ক হাই লেভেল মিটিং -এ কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এর অংশগ্রহণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী
জনাব টিপু মুনশি, এমপি কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন

OECD Global Forum on Competition (GFC) কর্তৃক আয়োজিত ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৭ তম সম্মেলনে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা ও পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন এর অংশগ্রহণ

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকবৃন্দদের নিয়ে আয়োজিত সেমিনারের খণ্ডচিত্র

আইন কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠক

রংপুর বিভাগে আয়োজিত অবহিতকরণ সভা